দৈনিক বাংলা

তারিখ ...30 AUG 1988
পৃষ্ঠা... 6 ...কলাম... 2

৬১

072

পরীক্ষার ফল ও চাকরি

চাকরি পেতে হলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। বয়স হতে হয় বিধি সম্মত। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হয় চাহিদা অনুযায়ী। অনিবার্য কারণে এই তিনটি শর্ত এক করে চাকরি পাওয়া আদৌ সহজ নয় আজকের বাজারে।

চাকরি পেতে হলে অভিজ্ঞতার শর্ত অনেকের কাছে আজকাল গৌণ হয়ে গেছে অপর দুটি শর্ত পূরণ করতে গিয়ে। নির্ধারিত বয়সের কোঠায় বিশ্ববিদ্যালয়-এর উচ্চতম ডিগ্রী নিয়ে চাকরির অন্বেষণ আজ আর সম্ভব নয়। কারণ বয়স বৃদ্ধি পেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী পার হওয়া কঠিন। আবার উচ্চতম ডিগ্রী না থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকরির আবেদন-পত্র বিবেচিত হয় না।

তাহলে উপায়? প্রাথমিক বিচারে উপায় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশুনা হওয়া, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশ। কিন্তু সে কাজটি হচ্ছে না। হচ্ছে না নানা কারণে। যানজটের মত সেশনজট আজ মুখরোচক একটি অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। কিন্তু এই অজুহাত কি ধোপে টেকে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজ নিয়ম মাফিক শেষ করা সম্ভব হলে পরীক্ষার ফলটি স্বাভাবিক নিয়মে বের করা সম্ভব হয় না কেন?

প্রশ্নটি তুলেছে একাধিক ছাত্রছাত্রী। এরা ১৯৮০-৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাস করে বের হবার কথা ছিল ১৯৮৪-৮৫ সালে। এরা এমএ শেষ পরীক্ষা দিয়েছে ১৯৮৮-৮৯ সালে কিন্তু পরীক্ষার ফল আজো প্রকাশিত হয়নি। এদের বয়স বাড়ছে। চাকরির সুযোগ হারাচ্ছে।

ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের এ দাবী যৌক্তিক এবং মানবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার ৯ বছর পরে এমএ পরীক্ষার ফল প্রকাশের কাতর অনুনয় বিনয় অচিন্তনীয়। আশা করব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং চাকরি দেবার ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেবার দায়িত্বে যারা আছেন তারা এই ছাত্রছাত্রীদের এ আবেদন বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন।